প্রথম আলো

তারিখ ... 18 FEB 2015

পৃষ্ঠা ... কলাম ...

মাধ্যমিকের সাড়ে ৪২ লাখ শিক্ষার্থী পাবে উপবৃত্তি

একনেকে প্রকল্প অনুমোদন

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৪২ লাখ ৪৪ হাজার দরিদ্র শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তির আওতায় আনল সরকার। ৫৩ জেলার ২১৭ উপজেলার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দরিদ্র ছাত্রছাত্রীরা এ সুবিধা পাবে।

গতকাল মঙ্গলবার জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের অর্থনৈতিক কমিটির (একনেক) সভায় এমন একটি প্রকল্প অনুমোদন দেওয়া হয়। রাজধানীর ১২টি এলাকায় গ্যাসের প্রিপেইড মিটার স্থাপন প্রকল্পও অনুমোদন দেওয়া হয়।

উপবৃত্তি দেওয়ার প্রকল্পটির নাম সেকেন্ডারি এডুকেশন স্টাইপেন্ড প্রজেক্ট দ্বিতীয় পর্যায় (এসইএসপি)। সম্পূর্ণ সরকারি অর্থায়নে ৭৯১ কোটি টাকা ব্যয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ২০১৪ সালের জুলাই থেকে ২০১৭ সালের জুন মাসের মধ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করবে।

পরিকল্পনা কমিশন সূত্রে জানা গেছে, এই উপবৃত্তি হিসেবে ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা মাসে ১০০ টাকা, অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা ১২০ টাকা এবং নবম ও দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা পাবে ১৫০ টাকা। এ ছাড়া ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থীকে মাসে ১৫ টাকা টিউশন ফি দেওয়া হবে। নবম ও দশম শ্রেণির ক্ষেত্রে তা ২০ টাকা। এসএসসি পরীক্ষার্থীকে ফি বাবদ বার্ষিক এককালীন ৭৫০ টাকা দেওয়া হবে। প্রতি শ্রেণিতে মোট ছাত্রীর ৩০ শতাংশ এবং মোট ছাত্রের ১০ শতাংশ এ উপবৃত্তি পাবে।

এ উপবৃত্তি পেতে শর্তগুলো হলো অভিভাবকের জমির পরিমাণ সাত ডেসিমেলের কম এবং বার্ষিক আয় ৫০ হাজার টাকার কম হতে হবে। শিক্ষার্থীকে ক্লাসে কমপক্ষে ৭৫ শতাংশ উপস্থিত থাকতে হবে। ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থীকে বার্ষিক পরীক্ষায় ন্যূনতম ৩৩ শতাংশ নম্বর পেতে হবে। অষ্টম ও নবম শ্রেণির ক্ষেত্রে তা ৪০ শতাংশ।

সভা শেষে পরিকল্পনামন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল সাংবাদিকদের বলেন, 'মোবাইল ব্যাংকিং বা বিকাশ বা অন্য কোনো সহজ পদ্ধতিতে সরাসরি শিক্ষার্থীদের মাঝে এই উপবৃত্তির অর্থ দেওয়া হবে। যত দিন আমরা শতভাগ শিক্ষিত হতে না পারব, তত দিন পর্যন্ত প্রকল্পটি চলবে। প্রকল্পটি চলমান থাকলে মাধ্যমিক পর্যায়ে ঝরে পড়া শিক্ষার্থীর হার কমে যাবে।'

সভায় ৭১৯ কোটি টাকার ইনস্টলেশন অব প্রিপেইড গ্যাস মিটার ফর টিজিটিডিসিএল নামের একটি প্রকল্প অনুমোদন দেওয়া হয়। এ প্রকল্পের আওতায় রাজধানী ঢাকার ১২টি এলাকায় স্থাপিত হবে তিতাস গ্যাসের প্রিপেইড মিটার। এলাকাগুলো হলো বাড্ডা, গুলশান, তেজগাঁও, ক্যান্টনমেন্ট, মিরপুর, কাফরুল, খিলক্ষেত, উত্তরখান, দক্ষিণখান, উত্তরা, পূর্বাচল ও ঝিলমিল। এসব এলাকায় দুই লাখ প্রিপেইড মিটার স্থাপন করা হবে।

২০১৫ সালের জানুয়ারি থেকে ২০১৮ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করবে তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (টিজিটিডিসিএল)।

পরিকল্পনা কমিশনের এনইসি সম্মেলনকক্ষে প্রধানমন্ত্রী ও একনেকের চেয়ারপারসন শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে এ সভা হয়। এ দুটি প্রকল্পসহ সভায় ৫ হাজার ৩৯৭ কোটি টাকার মোট ছয়টি প্রকল্প অনুমোদন দেওয়া হয়। মোট ব্যয়ের মধ্যে সরকারি অর্থায়ন ৪ হাজার ৯১৫ কোটি টাকা, প্রকল্প সাহায্য ৪৫৩ কোটি টাকা এবং সংস্থার নিজস্ব অর্থায়ন ২৯ কোটি টাকা।

সভা শেষে পরিকল্পনামন্ত্রী অনুমোদিত প্রকল্পগুলো সম্পর্কে সাংবাদিকদের অবহিত করেন।